যুগান্তর

তারিখ ... 10 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোটা ভারতবর্ষের গৌরব : প্রণব

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের নির্মিতব্য শ্রেণীকক্ষ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণফলক উম্মোচন করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী। সোমবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে তিনি ওই ফলক উম্মোচন করেন।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ছাড়াও

গৌরব : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২

## গৌরব : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। প্রণব মুখার্জীর ক্যাম্পাসে আগমনের কয়েক ঘণ্টা আগ থেকে সিনেট ভবনের আশপাশসহ ক্যাম্পাসজুড়ে নেয়া হয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সিনেট ভবনকে কেন্দ্র করে এসএসএফ, র‍্যাব ও পুলিশ গড়ে তুলে তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী। এছাড়া সেনাবাহিনীর টহল দলও ক্যাম্পাস এবং সিনেট ভবন এলাকায় নিয়োজিত ছিল।

বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সিনেট ভবনে আসেন। অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জীর প্রবেশের পর ভাষা শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষার্থীরা সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুল আমিন। এরপর নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের চেয়ারম্যান তার বিভাগের পরিচিতি ও ইতিহাস তুলে ধরেন। উপাচার্য অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রণব মুখার্জী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনটা তার জন্য গৌরব ও সম্মানের হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, এর আগে বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসেছিলেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সুযোগ হয়নি। তিনি বলেন, যে উদ্দেশ্যেই আসেন না কেন, এখানে আসার সুযোগটাই বড় ব্যাপার। প্রণব মুখার্জী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু অবিভক্ত বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব, ঐতিহ্য ও অহংকার। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রয়েছে এর বিরাট ভূমিকা। জনগণের মুক্তির বহু ঘটনার সূত্রপাত ও চূড়ান্ত পরিণতি এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম দিয়েছে উপমহাদেশের অনেক প্রথিতযশা জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকের নাম। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সত্যেন বোস, আবুল কাশেম ফজলুল হক ও কুদরাত-ই-খুদার মতো মনীষীদের নাম। এরা ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ। তাদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

প্রসঙ্গত তিনি মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি তুলে ধরে বলেন, 'আমরা যে পরিবেশে বাস করি তা আমাদের অর্জন নয়। এটা আমাদের পৈতৃক সম্পদও নয়। এটা পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে নেয়া ঋণ মাত্র। তাই এটাকে নষ্ট করার কোন অধিকার আমাদের নেই।'

ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, এখন একটা বিরাট সংকট চলছে। এর মধ্য দিয়েই আমরা যাচ্ছি। সে সংকট শুধু আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী। সংকটটা শুধু আর্থিকও নয়। তা আমাদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস আর চিরায়ত মূল্যবোধের ওপর আঘাত হেনেছে। সেই ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যা অতীতে প্রমাণিত হয়েছে তর্কাতীতভাবে।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত বহন করছে একই ধরনের সংস্কৃতি। ভারতের এই সহযোগিতা সেই সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ। এরপর প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভেচ্ছা স্মারক ক্রেস্ট তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক। সব শেষে প্রধান অতিথি আনুষ্ঠানিকভাবে নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের নির্মিতব্য শ্রেণীকক্ষ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণফলক উম্মোচন করেন।